দৈনিক খবর

008

তারিখ 09 JAN 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

চট্টগ্রাম ভার্সিটি ঃ বিভিন্ন মহলের বিবৃতি

বন্ধের ঘোষণা অগণতান্ত্রিক ও চক্রান্তমূলক

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনসমূহ খোলার আগেই পুনরায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণাকে অগণতান্ত্রিক, উদ্দেশ্যমূলক ও চক্রান্তমূলক বলে উল্লেখ করে তীব্র নিন্দা করেছে এবং অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানিয়েছে।

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি আবুল বাশার ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন এক বিবৃতিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ করেন, একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সরকারী প্রশাসনের যোগসাজশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত অস্ত্রধারীদের অবস্থান করতে মদদ যোগাচ্ছে। তাঁরা বলেন, সরকার শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার কথা বলে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলীর ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ

শেষ পৃষ্ঠায় ২য় কলামে

বন্ধের ঘোষণা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকেছে, এমনকি ফৌজদারী মামলার আসামী পর্যন্ত।

বাইশটি ছাত্র সংগঠন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যে উপাচার্যকে দায়ী করে অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ দাবী করেছে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের সিদ্ধান্তকে একতরফা, অগণতান্ত্রিক, উদ্দেশ্যমূলক বলে আখ্যায়িত করেন। এক বিবৃতিতে তারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কর্তৃক সন্ত্রাস দমনের দাবীতে শিক্ষক ধর্মঘট সাময়িকভাবে স্থগিত করার সিদ্ধান্ত সময়োচিত ও যথাযথ আখ্যায়িত করে শিক্ষক সমিতির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সভাপতি এম এ আজিজ, সাধারণ সম্পাদক মীরাজুল ইসলাম আব্বাসী, ছাত্র ঐক্য ফোরাম ও জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের আমীরুল হক আমিন, মোহাম্মদুল্লাহ কাজল, আহসানুল আলম, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি জহির উদ্দিন স্বপন ও সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম রুবেল। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি শামসুল ইসলাম, সেক্রেটারী জেনারেল মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম। গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিজানুল হক চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমদ মনি, ছাত্রলীগ সভাপতি শাহাবউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, ছাত্রলীগ সভাপতি মুশতাক হোসেন, ছাত্র ঐক্য সমিতির সভাপতি মাসুদুর রহমান মাসুদ ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমদ মহিন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বেলাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার জন্যে উপাচার্যকে দায়ী করে বলেন, এর পেছনে সরকারের হাত রয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবী করেছেন।